সাধারণ শিক্ষার সব স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে দেশে বড় মাপের যোগ্য আলেম তৈরী হবে না

—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে বক্তাবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের প্রচলিত সংবিধান, মূলত জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিরোধী কোন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে শিক্ষকবৃন্দ একথা বলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর আবদুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন চ.বি. শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ, গণিত বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শহীদুল হক।

সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ বলেন, বর্তমানে দেশের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাস ও দুর্নীতি। যার একমাত্র উৎপত্তি অসহবোধ ও স্বার্থপরতা থেকে। একমাত্র ধর্মীয় চেতনাই মানুষকে অসহবোধ ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করতে পারে। এ জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাধ্যতামূলক করা উচিত। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পরে বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ধর্ম শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। একই ভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে। একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৮৭ ভাগ অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা জড়িত। শিক্ষানীতিতেও [illegible] সামাজিক কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা মাদক, যৌনাচার ও সন্ত্রাসের পথ ধরছে। তাদের জন্য একটি সুস্থ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা জরুরী। অতএব, উচ্চশিক্ষা স্তরেও প্রত্যেক বিভাগেই ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'কে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়ে সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা সুস্পষ্টভাবে সংবিধান লংঘন। তাই ধর্মনিরপেক্ষ নয় বরং ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষানীতির বেশ কয়েক জায়গায় বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কতিপয় শ্লোগান উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কোন একপাক্ষিক বক্তব্য কারোরই কাম্য নয়। সংবিধানের আলোকে সার্বজনীন বিষয়সমূহই শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাঙালী সংস্কৃতির বিরোধী হতে পারবে না বলে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা সংবিধান সম্মত নয়। এক্ষেত্রে বরং বাংলাদেশী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। শিক্ষানীতিতে দেশপ্রেমের কথা বলা হলেও 'ও' এবং 'এ' লেভেলের শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেম ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বাংলা ভাষা, ধর্ম শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ ইত্যাদি বিষয়গুলো ইংরেজি মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্ত করা অতীব জরুরী।

বক্তারা বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে দেশে বড় মাপের যোগ্য আলেম তৈরী হবে না। সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তর থেকেই ইসলামী বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে [illegible] অব্যাহত রাখা জরুরী।